মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়- প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য

আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছায় ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে যে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়েছিল, সেখানে সারস্বতচর্চা ও পঠনপাঠনের শুরু ২০২১ সালের মাঝামাঝি। আজ প্রায় চার বছর পেরিয়ে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির পথে। ঐতিহ্যবাহী, শতাব্দীপ্রাচীন কৃষ্ণনাথ কলেজকে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করবার এই সিদ্ধান্তে কলেজের উন্নত পরিকাঠামো, গ্রন্থাগার, গবেষণাগারসহ তার শিক্ষককুল ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ— বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর দিনগুলিতে নতুন এক যাত্রায় সামিল হতে পেরেছিলেন। একটি নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এতোজন শিক্ষক এবং এতোবড় একটি পরিকাঠামো-সমন্বিত শিক্ষণ পরিসর পাওয়া শিক্ষাজগতের বৃহত্তর মানচিত্রে সৌভাগ্যেরই বিষয়। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চারজন অস্থায়ী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্যের নেতৃত্বে, সীমিত প্রশাসনিক সাধেও, এই কলেজীয় পরিকাঠামোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষণের উপযোগী করে তুলতে বিগত বছরগুলিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রতিটি শিক্ষক। গতবছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক ড. জানে আলম। তাঁর নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে কৃষ্ণনাথ কলেজের পূর্ণসময়ের (যোগ্য ও ইচ্ছুক) অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে অন্তর্ভুক্তি। নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে একটি বড়ো সংখ্যক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধু-কর্মচারী; এবং এই সংক্রান্ত অন্তর্ভুক্তিকরণের পদ্ধতি থেমে নেই, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবিরত সেই বিষয়ে মনোযোগী ও উদ্যোগী। বেশ কিছু বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠনপাঠন সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত রাখতে স্থায়ী অধ্যাপকের পাশাপাশি অতিথি অধ্যাপক নিয়োগেরও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই নিয়োগে কঠোরভাবে মনে চলা হচ্ছে ইউজিসি-নির্ধারিত যোগ্যতামান, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবলীল অগ্রগতিতে কোনো মানগত আপসের প্রশ্ন না আসে।

এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরসহ উনিশটি বিষয় পড়ানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের তৃতীয় ব্যাচ বেরোনের মুখে। দক্ষতার সঙ্গে পরীক্ষাগ্রহণ ও ডিগ্রিদানের কাজটি সামলে চলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক কেন্দ্র। পূর্বতন দুটি ব্যাচের অনেক শিক্ষার্থী সুনামের সঙ্গে নানান ক্ষেত্রে কর্মরত এবং সর্বভারতীয় চাকুরির পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ (উদাহরণস্বরূপ- গণিত বিভাগের উজ্জ্বল ছাত্র শ্রীকান্ত শেখ গেট পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে সাতাশ র‌াঙ্ক করেছেন)। দুই বছরের স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির আবেদনের পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যাবে, এই নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সেইদিক থেকেও অন্যান্য সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চেয়ে পিছিয়ে তো নেইই, বরং কিছুক্ষেত্রে তাদের কয়েকটির চেয়ে এখানে আবেদনকারীর সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বেশি। নিজ জেলা মুর্শিদাবাদ তো বটেই, প্রতিবেশী নদীয়া, বীরভূম ও মালদহসহ দূরবর্তী জেলাগুলি থেকেও এখানে শিক্ষার্থী সমাগম হচ্ছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্তের জন্য হোস্টেল পরিষেবার উন্নতিকল্পে গৃহীত হচ্ছে একাধিক পরিকল্পনা। স্নাতকোত্তরের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে স্নাতকস্তরে ভর্তিরও সূচনা হতে চলেছে, তৎসংক্রান্ত প্রস্তুতি ও পাঠ্যক্রম তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে।

পূর্ণসময়ের স্থায়ী অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষণা শুরুর প্রস্তুতি চলছে। ছাত্রছাত্রীদের এবিসি আইডিসহ একাধিক পোর্টালে অন্তর্ভুক্তির কাজ হয়েছে পুরোদমে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত যাবতীয় স্কলারশিপের সুবিধা ভোগ করছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ পড়ুয়া। ONOS (One Nation One Subscription)-এর আওতায় স্বনামধন্য জার্নালসমূহের বিনামূল্যে সুবিধাগ্রহণ এবং WBFISTসহ একাধিক প্রকল্পে আবেদন করেছে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে বিজ্ঞান শাখার উন্নত গবেষণাগার ও ল্যাবোরেটরির জন্য আবেদন করা হয়েছে। মূলধারার পাঠ্যক্রমের পাশেই চলছে প্রাসঙ্গিক অ্যাড-অন কোর্স শুরুর পরিকল্পনা। কাজ চলছে কৃষ্ণনাথ কলেজ ক্যাম্পাস ও মণীন্দ্র নন্দী ক্যাম্পাস মেরামতির। সেইসঙ্গে নতুন ভবন তৈরির বিষয়েও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও উদ্যোগ লক্ষণীয়। কর্তৃপক্ষের তরফে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উন্নতিকল্পে নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে একাধিক পদক্ষেপ। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগ ইতিমধ্যেই আয়োজন করেছে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, যা জেলার উৎসাহী ছাত্রছাত্রী-গবেষকদের আগ্রহী অংশগ্রহণে অত্যন্ত সফল। আর উপরোক্ত সবকিছুই হচ্ছে সম্মাননীয় উপাচার্যের আন্তরিক ও সদর্থক তত্ত্বাবধানে,

মাননীয় নিবন্ধক, সহ-নিবন্ধক, পরীক্ষা নিয়ামকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুর ঐকান্তিক এবং অক্লান্ত চেষ্টায়।

একটি নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমাদের সাধ্য সীমিত, কিন্তু তা বলে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ঘাটতি নেই। আমরা নিয়মিত সহায়তা পাচ্ছি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে। এই উদ্যোগ ও সম্পর্ক যে অচিরেই আরো ফলপ্রসূ ও বিস্তারিত হবে, সেই আশা আমরা রাখি। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছি, কিছুদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবগত না হয়ে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই বিষয়ে অজ্ঞ থেকে বহির্ভাগতের কিছু মানুষ মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য করছেন। উপরোক্ত কার্যবিবরণী যে নিছক নামকেওয়াস্তুে চলা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কঙ্কালমাত্র নয়, তা আশা করি বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমরা সদর্থক ও গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণে সদাপ্রস্তুত, কিন্তু কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অন্তঃসারশূন্য সমালোচনা ও মিথ্যাচার আমাদের ব্যথিত ও হতাশ করেছে। এরইমধ্যে, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাঁরা আমাদের জোরের জায়গা, আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সম্মাননীয় জেলাবাসীর কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আমাদের পাশে থাকুন। আপনাদের যেকোনো প্রশ্ন ও ন্যায্য সংশয়ের উত্তর দিতে আমরা আগ্রহী। অনুগ্রহ করে সবদিক খতিয়ে দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে বিচার করুন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় তার নবজাত শৈশব থেকে ক্রমে পরিণত হবার চেষ্টা করেছে, তা রাতারাতি কোনো জাদুবলে তো সম্ভব নয়। সেজন্য যে ধৈর্য ও সময় প্রয়োজন, তা আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি। এই বহুপ্রতীক্ষিত ও বিপুল আকাঙ্ক্ষার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বন্ধুসহ এর কর্তৃপক্ষ যে সদা তৎপর, সে নিশ্চয়তা আমাদের তরফে রইল।

শুভেচ্ছান্তে,

আহ্বায়ক

পাবলিক রিলেশন কমিটি

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

ইমেল- prc@msduniv.ac.in